পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

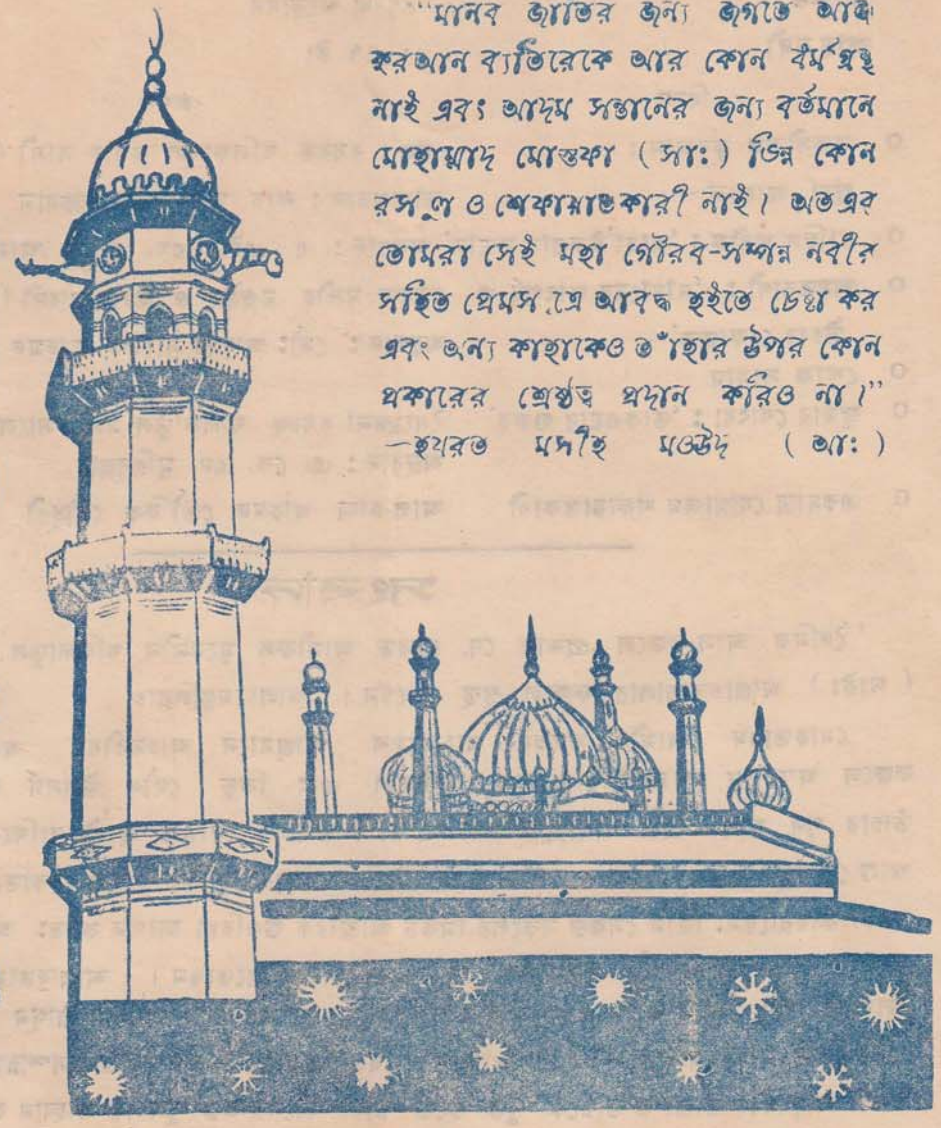

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ১২শ সংখ্যা

১৪ই, কার্ত্তিক, ১৩৮৪ বাংলা : ৩১শে অক্টোম্বর, ১৯৭৭ ইং : ১৭ই জিলকদ, ১৩৯৭ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক	৩১শে অক্টোবর	৩১শ বর্ষ
আহ্‌মদী	১৯৭৭ ইং	১২শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃ:
০ তফসীরুল কুরআন : সুরা আলাক —	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : শাহ মুস্তাফিজুর রহমান	১
০ হাদিস শরীফ : 'শায়া'ইরুল্লার সম্মান'	অনুবাদ : এ. এইচ এম. আলী আনওয়ার	৭
০ অমৃতবাণী : 'নামাযের তাৎপর্য ও উহার হেফাজত'	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মদ	১২
০ শোক সংবাদ		১৩
০ জুমার খোৎবা : 'তাকওয়ার গুরুত্ব'	সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : এ, কে, এম, মুহিবুল্লাহ	১৪
০ একমাত্র যোগ্যতম শফায়াতকারী	আল-হাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী	২২

সংবাদ

দৈনিক আল-ফজলে প্রকাশ যে, হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ

মোহতারম আমীর সাহেব, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া আল্লাহতায়ালার ফজলে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। দুর্বলতা এবং কিছু গৌণ উপসর্গ বাকী আছে। তাঁহার পূর্ণ স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুর জন্য ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ দোওয়া জারী রাখিবেন। তাঁহার আশু রোগমুক্তির জন্য ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ যে উদ্বেগ ও সহানুভূতির সহিত সকাতরে দোওয়া ও সদকা করিয়াছেন, তিনি সেজন্য সকলের নিকট আন্তরিক শুকরিয়া জ্ঞাপন করতঃ আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে তাঁহাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য দোওয়া করিতেছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা সকলকে 'জাযায়ে খায়র' দান করুন এবং স্বীয় রহমত ও হেফাজতের ছায়ার নীচে রাখুন। আমিন।

তিনি ঢাকা দারুত তবলিগে নির্ম্মিয়মাণ দ্বিতল মসজিদের কাজ দ্রুত সুসম্পন্নতার উদ্দেশ্যে সকল আহ্‌মদী ভ্রাতা ও ভগ্নিকে মুক্ত হস্তে চাঁদা দানের জন্য পুনরায় আহ্বান জানাইয়াছেন। আল্লাহ্ তায়ালা সকলকে এই জরুরী সৎকাজে পূর্ণ অংশ গ্রহণে তাঁর বিশেষ কল্যাণ ও রহমতের উত্তরাধিকারী করুন। আমিন।

আল্লাহ্ তায়ালার অশেষ ফজল ও করমে বাংলাদেশ মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ৬ষ্ঠ সালানা ইজতেমা ঢাকা দারুত তবলিগে ২৮, ২৯ ও ৩০শে অক্টোবর অত্যন্ত সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হয়। তেমনিভাবে ২২ ও ২৩শে অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের সালানা জলসাও সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। বিস্তারিত বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

জিল্লুর রহমান খান

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ১২শ সংখ্যা

১৪ই কার্ত্তিক ১৩৮৪ বাং : ৩১শে অক্টোবর ১৯৭৭ ইং : ৩১শে এখা, ১৩৫৬ হিজরী শামসী

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা আলাক্

(হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' অবলম্বনে লিখিত 'ইংরেজী কমেন্ট্রী' হইতে আংশিক বঙ্গানুবাদ)। —শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

নাযিলের তারিখ ও সানে নযুল :

ইহা একটি সর্বজনীন স্বীকৃত সত্য যে, এই সুরার প্রথম পাঁচটি আয়াতই সর্বপ্রথম নাযেলকৃত ওহী বা ঐশীবাণী। এই প্রথম ওহী লাভ করেন হযরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) হেরা গিরিগুহায় একটি রাতে। ঐ রাতটি ছিল ৬১০ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক, হিজরী চান্দ্র সালের ১৩ বৎসর পূর্বে পবিত্র মাহে রমজানের এক রাত। ঐ 'সৌভাগ্য রজনী'তে হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ) গারে হেরায় শায়িত অবস্থায় ছিলেন। তাঁর হৃদয়, তাঁর মন ছিল গভীর ধ্যানে মগ্ন। এই অবস্থায় নাযেল হয় এই আয়াত কয়েকটি এবং অঙ্কিত হয় গভীরভাবে তাঁর সমগ্র হৃদয়ে। ইবনে কাসির বলিয়াছেন, "এই আশিষপূর্ণ আয়াতগুলিই হইতেছে আল্লাহ্তায়ালার রহমতের প্রথম প্রকাশ, যার দ্বারা তিনি আপন বান্দাগণকে, অশীষমণ্ডিত করিয়াছেন।" এই প্রথম অবতীর্ণ আয়াত সমুহের পর অবতীর্ণ হয় সুরা আল-ফালাকের কয়েকটি আয়াত এবং তারপর সুরা আল-মুযামমিলের কয়েকটি আয়াত। এর পর, বৎসর খানেকের বিরতীর পর ঘন ঘন অবতীর্ণ হইতে থাকে ওহী বা আল্লাহ্র কালাম।

ইহার পূর্ববর্তী সুরা 'আত-তীনে' এই সত্যই ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, আবহমান কাল হইতে যুগের চাহিদা পূরণের জন্য আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নবী এবং রসুলগণকে ক্রমাগতভাবে পাঠাইয়া আসিতেছেন, এবং তাঁদের কাছে ক্রমাগতভাবে তিনি তাঁর ইচ্ছাকে প্রকাশিত করিয়া আসিতেছেন। প্রথম আসিয়াছিলেন হযরত আদম (আঃ), তারপর হযরত নূহ (আঃ)। হযরত নূহ (আঃ)-এর পর ধারাবাহিকভাবে বহু নবীর আগমনের পর আসেন

বনী ইসরাইলের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুসা (আঃ) ; এবং সর্বশেষ আগমন করেন হযরত খাতামান্নাবিয়ীন মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

বিবর্তনের প্রগতির পথে যেভাবে মানুষের জন্ম হইয়াছে, তেমনিভাবে সাধিত হইয়াছে তাহার আধ্যাত্মিক বিবর্তনও। পুর্ববর্তী সুরায় যে সকল নবী রসুলের নযীর পেশ করা হইয়াছে, তাঁরা এক একজন আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির এক এক পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন, কিন্তু হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ)-এর ব্যক্তিত্বে মানবীয় আধ্যাত্মিক বিবর্তনের পূর্ণতম অবস্থা ও দৃষ্টান্ত বিকশিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে এই সুরার নযুল এবং কুরআনের বর্তমান ক্রমবিন্যাসে ইহার স্থান সম্পর্কিত একটি সম্ভাব্য আপত্তির খণ্ডন করা যাইতে পারে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই সুরা যদি পূর্ববর্তী সুরার বহু আগেই নাযেল হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা পূর্ববর্তী সুরাটির পরে বিন্যস্ত করা হইয়াছে কেন? ইহার জবাব এই যে, কুরআন করীমের একটি স্থায়ী সুবিদিত মোযেজা হইতেছে, ইহার সুরাগুলি বা আয়াতগুলি অবতীর্ণ হইয়াছে ঐগুলির অবতরণের সময়ের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে, কিন্তু পরে ইহাদের বিন্যাসবদ্ধ করা হইয়াছে ইহাদের সর্বকালীন ব্যবহারের উপযোগীতাকে পূর্ণ করার নিমিত্তে অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানব ও মানব সমাজের সকল প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে। এ কারণেই, সর্বপ্রথম নাযেলকৃত কয়েকটি আয়াত সম্বলিত এই আলোচ্য সুরাটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে কুরআন শরীফের শেষের অধ্যায়গুলির মধ্যে।

سورة العلق مكية

بسم الله الرحمن الرحيم (১) আল্লাহর নামে, (শুরু করিতেছি) যিনি স্বভাবতঃই ভাবে দানশীল এবং বার বার দয়াকারী।

اقرأ باسم ربك الذى خلق ٥ (২) ঘোষণা কর তুমি তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। (ক)

খلق الانسان من علق ০

সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে এক জমাট রক্ত হইতে। (খ) (৩)

اقرأ و ربک الاکرم ০

ঘোষণা কর! নিশ্চয় প্রভূ তোমার পরম দয়াময়, (৪)
মহিমান্বিত। (গ)

الذی علم بالقلم ০

যিনি শিক্ষাদান করিয়াছেন কলমের দ্বারা। (ঘ) (৫)

علم الانسان ما لم یعلم ০

শিক্ষাদান করিয়াছেন মানুষকে যাহা সে (৬)
জানিত না। (ঙ)

کلا ان الانسان لیطغی ০

না! মানুষ তথাপি, সীমা লঙ্ঘন করে। (চ) (৭)

ان رآه استغنی ০

কারণ, সে নিজেকে মনে করে স্বাধীন। (ছ) (৮)

ان الی ربك الرجعی ০

নিশ্চয়ই, তোমার প্রভুর দিকেই হইতেছে (৯)
প্রত্যাবর্তন

ارءیت الذی ینهی

তুমি কি দেখিয়াছ তাহাকে, যে নিষেধ করে। (১০)

عبدا اذا صلی ০

তোমাদের একজন আব্‌দ্‌ বা দাসকে, যখন সে (১১)
প্রার্থনা করে।

ارءیت ان کان علی الهدی ০

আমাকে বল, যদি সে (আমাদের আব্দ্‌) (১২)
হেদায়েত অনুসরণ করিয়া থাকে।

او امر بالتقوی ০

অথবা নির্দেশ দান করে সাধুতার, (নিষেধকারীর (১৩)
পরিণাম কি হইবে ?)

ارءیت ان کذب و تولی ০

বল আমাকে যদি সে (নিষেধকারী) প্রত্যাখ্যান (১৪)
করে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। (জ)

ألم یعلم بان الله یری ০

সে কি জানে না যে আল্লাহ দেখেন (তাকে)? (১৫)

کلا لئن لم ینته - لنسفعا بالناصیة ০

না, সে যদি বিরত না হয় আমরা নিশ্চয় (১৬)
(পাকড়াও করিব এবং) মাথার সামনের চুল
ধরিয়া হেঁচড়াইব (ঝ)

ناصیة کاذبة خاطئة ০

মাথার সন্মুখভাগের একগুচ্ছ চুল, মিথ্যাচারী (১৭)
পাপাচারী।

فلیدع نادیة ০

তারপর, ডাকুক সে তার সঙ্গী সাথীদেরকে। (ঞ) (১৮)

سندع الزبانیة ০

আমরাও (আমাদের) শাস্তিদানকারী (১৯)
ফেরেশতাদেরকে ডাকিব। (ট)

না, তুমি তাহার কাছে নত হইও না, পক্ষান্তরে সিজদানত কর নিজেকে এবং নিকটবর্তী হও (আল্লাহর)। (সিজদা)

(২০) كلا لا تطعه و اسجد و اقترب ۝
(السجدة ٤)

(ক) শব্দার্থ :

اقرأ—(ঘোষণা কর) قرء মূল হইতে উৎপন্ন। قرء—অর্থ—সে একত্রিত করিয়াছে। اقرا—পাঠ কর, পৌঁছাইয়া দাও, ঘোষণা কর অথবা একত্রিত কর। (লেন ও আকরাব)

তফসীর ঃ

এই প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দটিতে এই কথাই বলা হইয়াছে যে, কুরআন করীম একটি অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ। ইহাকে পাঠ করিতে হইবে, ঘোষণার মাধ্যমে প্রচার করিতে হইবে। ইহাকে সংগ্রহ করিতে হইবে, একত্র বা একস্থ করিতে হইবে, এবং ইহার বাণীকে জগতময় পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। অধিকন্তু, এই আয়াতে এই ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রহিয়াছে যে, কুরআন করীম লিখিত হইবে, এবং পুনঃ পুনঃ পঠিত ও উচ্চারিত হইবে। ইতিহাসে ইহা একটি অনস্বীকার্য সত্য যে, যখনই কুরআনের কোন আয়াত বা অংশ অবতীর্ণ হইয়াছে উহাকে তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এবং দুনিয়ার বুকে যতগুলি ধর্মপুস্তক বিদ্যমান রহিয়াছে, কুরআন করীম তন্মধ্যে সর্বাধিক পাঠিত ধর্মগ্রন্থ। এই আয়াতে 'রব' (প্রভু) কথাটি আসিয়াছে। 'রব' আল্লাহ্‌তায়ালার জাতিবাচক গুণবলীর মধ্যে অন্যতম। 'রব' তিনিই, যিনি লালন করেন, পালন করেন, বর্ধন ও উন্নয়ন করেন ; বর্ধন করেন পর্যায়ে পর্যায়ে ক্রমাগতভাবে। সুতরাং এই আয়াতে 'রব' শব্দ ব্যহারের তাৎপর্য ইহাই যে, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি পর্যায়ক্রমে হইতে থাকিবে, এবং ইহার ক্রমোন্নয়ন হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামে পৌঁছিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত থামিবে না।

(খ) শব্দার্থ : علق—রক্তের দলা বা ডেলা। خلق من علق—একটি আরবী প্রবাদ, ইহার অর্থ প্রেম তাহার স্বভাবের অংশ বা ইহা তাহার স্বভাবে নিহিত রহিয়াছে।

(খ) তফসীর :—এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, মানুষের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত আছে খোদাতায়ালার প্রতি ভালবাসা। সুতরাং স্বভাবতঃই, এমন একটি মানব সত্তার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা উচিত, যাহার মধ্যে ঐ মানবীয় স্বভাবজ বৃত্তিটির পূর্ণ বিকাশ সাধন

সম্ভবপর হইতে পারে। এই সত্তাই ছিলেন হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম। তিনি তাঁর স্রষ্টাকে তাঁর সমগ্র হৃদয়, মন ও আত্মা দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। এই আয়াতের আর একটি তাৎপর্য এই যে, ইহাতে বলা হইয়াছে, মানবদেহের গঠন যেমন ক্রমাগতভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, তেমনি তার আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ক্রমাগত বিবর্তনের মাধ্যমে সাধিত হইয়াছে, এবং এই ক্রমোন্নয়ন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করিয়াছে হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মধ্যে।

(গ) তফসীর: এই আয়াতে এই সত্যই নিহিত রহিয়াছে যে, যত বেশী কুরআন করীম পাঠ করা হইবে এবং যত বেশী ইহার প্রচার হইবে। পৃথিবীতে তত খোদা-তায়ালার পবিত্রতা এবং মানুষের মর্যাদা স্বীকৃতি লাভ করিবে ও অনুধাবিত হইবে। এই আয়াতের মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণীও নিহিত রহিয়াছে যে, কুরআন করীমের পঠন, পাঠন, প্রচার ও ঘোষণার মাধ্যমে হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ) ও তাঁর অনুসারীবৃন্দ এক মহান মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত হইবে।

(ঘ) তফসীর: এই আয়াতের মধ্যে এই মহান ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে যে, 'কলম' কুরআনকে লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে এবং ইহাকে নষ্ট হওয়া, হারাইয়া যাওয়া এবং প্রক্ষেপের আশঙ্কা হইতে রক্ষা করার ক্ষেত্রে এক মহান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিবে। এই আয়াতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, 'এই কলম' কুরআন কর্তৃক প্রকাশিত আধ্যাত্মিক মারেফাত বা রূহানী বিকাশ এবং ঐশী গুপ্ত-তত্ত্বাবলীর প্রসার ও প্রচারে বিপুলভাবে সাহায্য করিবে। সেই সঙ্গে, জাগতিক জ্ঞান বিজ্ঞান, যার অধ্যয়ণ ও গবেষণাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে কুরআন, তারও প্রসার-প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করিবে 'এই কলম'। ইহা সত্যই তাৎপর্যপূর্ণ যে, কলমের প্রতি যে জাতির কোনো শ্রদ্ধাবোধ ছিল না, যারা ইহার কোনা ব্যবহার প্রায় করিত না বলিলেই হয়, তাহাদের মধ্যে অবতীর্ণ একটি গ্রন্থে ইহার পৌনঃপৌনিক উল্লেখ স্বাভাবিকই মনে হইত; বিশেষতঃ যখন এই গ্রন্থটি এমন একজন মানুষের উপর নাযিল হইয়াছিল, যিনি না জানিতেন পড়িতে না লিখতে।

(ঙ) তফসীর: তৌহিদ বা ঐশী একত্ব, ওহী বা ঐশী বাণী, ফেরেশতা, পরকাল, নীতি-নৈতিকতা এবং অনুরূপ অন্য অন্য বিষয়ে কুরআন করীম যাহা দিয়াছে, তাহার এক শতাংশও অন্য কোনো অবতীর্ণ ধর্ম শাস্ত্রে পওয়া যাইবে না।

(চ) তফসীর: 'كلا' শব্দটি একটি 'অব্যয়'। ইহা কখনও কখনও 'জোর' এবং কখনও 'নিশ্চয়তা' দানের জন্য ব্যবহৃত হয়। আবার অনেক সময় ইহা 'না' বা নঞর্থক ভাব প্রকাশের জন্যও ব্যবহৃত হয়।

এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, যদিও মানুষকে প্রভূত প্রাকৃতক শক্তি দান করা হইয়াছে, তথাপি সে মারাত্মক মারাত্মক ভুল করিয়া বসে যখন সে খোদাতা'য়ালার সাহায্য-সহায়তা এবং হুকুম-হেদায়েতকে অবহেলা করে। অমান্য করে। সুতরাং, সে সদা সর্বদাই ঐশী-সাহায্য বা এলাহী-মদদের মুখাপেক্ষী ; তার ক্ষমতা, তার যোগ্যতা আর যাই হউক সীমাবদ্ধ সব অর্থেই।

(ছ) তফসীর : এই আয়াতের সার্বজননীতা অনস্বীকার্য। তবে, ইহা বিশেষভাবে রসুল করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লামের জন্য প্রযোজ্য।

(জ) তফসীর : كذب অর্থ প্রত্যাখ্যান করা। ইহা বিশ্বাস বা আকিদা সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। تولى অর্থ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা প্রচেষ্টা বা কর্মের প্রতি। অর্থাৎ كذب و تولى অর্থ তাহার আকীদাসমূহ ভ্রান্ত এবং তাহার কার্যাবলী কলুষিত।

(ক) শব্দার্থ : نسفعا—আমরা তাহাকে পাকড়াও করিব এবং হেঁচড়াইব। ناصية—মাথার সম্মুখ ভাগের কেশ।

(ক) তফসীর : এই আয়াতসমূহ (১০-১০) প্রত্যেক দুষ্ট এবং কট্টর অবিশ্বাসীর প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে। তবে কোনো কোনো তফসীরকার এবং ভাষ্যকারের মতে এই আয়াতগুলি মূলতঃ আবু জেহেলের উপরই প্রযোজ্য। কারণ, হযরত রসুল করীম (সাঃ আঃ) এবং মুসলমানদের বিরোধীতা করা, তাহাদের প্রতি জুলুম করা, তাদেরকে জব্দ করা, এবং তাদের অনেককে হত্যা করা বা বিতাড়িত করার ক্ষেত্রে আবু জহলই ছিল সবার আগে।

তারই উস্কানীতে অনেক ইসলাম গ্রহণকারী ক্রীতদাসকে মাথার চুল ধরিয়া বা গলায় দড়ি লাগাইয়া মক্কার পথে পথে হেচড়াইয়া লইয়া লইয়া বেড়ানো হইত। বদর যুদ্ধের পর অনেক কোরেশ দলপতির মৃতদেহের সঙ্গে আবু জেহলের লাশও অনুরূপভাবে হেঁচড়াইয়া লইয়া গিয়া পুতিয়া রাখা হইয়াছিল। এই লোকগুলি মক্কার নিরীহ নিঃসহায় মুসলমানদের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিল, তার বদলায় ঐ শাস্তি তাদের জন্য উপযুক্ত হইয়াছিল।

(ঞ) শব্দার্থ : نادى—সংগীগণ। ইহা ندا হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। ندى বা النادى একটি সংঘ বা দল। (আকরাব)

(ট) শব্দার্থ : زبانية—শাস্তির ফেরেশতা, বহুবচন। এক বচনে زبنية زبانية—সশস্ত্র দেহরক্ষী, সৈনিক, অফিসার অথবা পুলিশ ; দোযখের প্রহরী ফেরেশতা অথবা শাস্তিদানকারী ফেরেশতা। (লেন ও আকরাব)।

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শায়া'ইরুল্লাহ্‌র প্রতি সম্মান প্রদর্শন

১১২ . হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি রসুল করীম (সাঃ আঃ) হইতে শুনিয়া বর্ণনা করেন যে, "হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হযরত হাজেরা (আঃ) এবং হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে লইয়া মক্কায় আগমন করেন। ইহা সেই সময়ের ঘটনা যখন হযরত ইসমাইল দুগ্ধপায়ী শিশু ছিলেন অর্থাৎ তাঁহার অল্প বয়স ছিল। বয়তুল্লাহ্‌র নিকটে তাঁহাদিগকে তিনি রাখিলেন অর্থাৎ মসজিদের উপরের দিকে যম্‌যম কূয়ার পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষের নীচে। সেকালে সেখানে কেহ বসবাস করিত না এবং পানিও ছিল না। যম্‌যমের চিহ্ন মিশিয়া গিয়াছিল। মোট কথা, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সেখানে এ দুইজনকে বসবাসের জন্য রাখিয়া দিলেন। খেজুরের এক থলিয়া এবং এক মশক পানি তাহাদিগকে দিলেন, এবং 'খোদা হাফেজ' বলিয়া সেখান হইতে বিদায় নিলেন। এ পরিস্থিতি দৃষ্টে উদ্বিগ্ন হইয়া হযরত হাজেরা তাঁহার পিছনে ছুটিলেন এবং ডাকিয়া বলিলেন, হে ইব্রাহীম! আপনি এই বিরান উপত্যকায় যেখানে না কোন মানুষ বাস করিতে পারে, না কোন কিছু খাওয়ার বস্তু আছে আমাদিগকে ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছেন?' হযরত হাজেরা এ কথাটি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করিলেন কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আবেগ উচ্ছ্বাস বশতঃ উহার হযরত হাজেরা (আঃ)-এর দিকে মুখ ফিরিয়া তাকাইতে এবং কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। ইহাতে হযরত হাজেরা (আঃ) বলিলেন, 'আল্লাহ্‌তায়ালা কি আমাদিগকে এখানে ছাড়িয়া যাওয়ার জন্য আপনাকে আদেশ দান করিয়াছেন?' হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ইঙ্গিতে উহার উত্তর জানাইলেন যে, হাঁ, আল্লাহ্‌ তায়ালার আদেশক্রমেই আমি এরূপ করিতেছি।' ইহাতে হযরত হাজেরা আঃ) বলিলেন, 'তাহা হইলে আমার কোনই চিন্তা নাই। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে কখনও বিনষ্ট হইতে দিবেন না। সুতরাং হযরত হাজেরা (আঃ) তাঁহার বাচ্চার নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় ওয়াতানের দিকে রওয়ানা হইয়া গেলেন। যখন তিনি

'শানিয়া' মোকামের নিকট পৌঁছিলেন, যেখান হইতে তিনি হযরত হাজেরা এবং হযরত ইসমাইলকে দেখিতে পারিতেন না, তখন তিনি বয়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ ফিরিয়া দোওয়ার জন্য হাত তুলিলেন এবং দোওয়া চাহিতে লাগিলেন যে, 'হে আমাদের রব! আমি আমার সন্তান-দের একাংশকে তোমার সম্মানিত গৃহের নিকট এক তরু-লতাহীন উপত্যকায় আনিয়া বসবাসের জন্য রাখিয়া গেলাম। হে আমাদের রব! (আমি ইহা এ উদ্দেশ্যে করিয়াছি) যাহাতে তাহারা নামায (তোমার এবাদতকে) সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং, তুমি মানবহৃদয়সমূহকে তাহাদের দিকে আকৃষ্ট কর এবং তাহাদিগকে বিভিন্ন উপায়ে সকল প্রকারের রিজিক দান করিও যাহাতে তাহারা (সর্বদা তোমার) কৃতজ্ঞতা ও শোকর আদায় করিতে থাকে' হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যাওয়ার পর হযরত হাজেরা তাঁহার শিশু ইসমাইলের তত্ত্বা-বধান ও লালন-পালনের দিকে ব্রতী হইলেন। তাহারা থলে হইতে খেজুর খাইতেন এবং মশক হইতে পানি পান করিতেন, কিন্তু পানি যখন শেষ হইয়া গেল তখন উভয়ই পিপাসায় কাতর হইয়া উঠিলেন প্রিয়। ইসমাইল তীব্র পিপাসায় লুটাইতে লাগিলেন। হযরত হাজেরা স্বীয় পুত্রের এই যাতনা দেখিয়া সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না, এবং উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় তিনি নিকটবর্ত্তী 'সাফা' পর্বতে আরোহণ করিলেন, সম্ভবতঃ কাহাকে দেখিতে পাইবেন বা পানির কোনো সন্ধান মিলিবে। হযরত হাজেরা বিস্তীর্ণ উপত্যকার চারি দিক দেখিলেন। কিন্তু কিছু দৃষ্ট হইল না। অতঃপর, তিনি সাফা হইতে নামিয়া তাঁহার উড়ুনির আঁচল উঠাইয়া বিপদক্লিষ্ট হওয়ার নিদর্শনরূপে দোড়াইলেন। উপত্যকার মধ্য দিয়া দৌড়াইয়া 'মারওয়াহ্' পাহাড়ের উপর উঠিলেন। হয়ত এখানেই কোনো মানুষ দেখা যাইবে। কিন্তু কেউ দেখা গেল না। এইরূপে, হযরত হাজেরা (রাযিঃ) 'সাফা ও মারওয়াহ্‌র' সাত চক্র দিলেন। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন যে, এই ঘটনা বলিতে গিয়া আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন: 'এই জন্যই মানুষ 'সাফা' ও 'মারওয়াহ্‌র' মধ্যস্থলে হজ্জের দিনে 'সায়ী' করে, অর্থাৎ দৌড়ায়। যাহা হউক, যখন তিনি শেষ বার মারওয়াহ্‌তে উঠিলেন, তখন তিনি অনুভব করিলেন যে, কোথাও হইতে আওয়াজ শোনা যাইতেছে। এই আশায় সেই আওয়াজের দিকে কান দিলেন যে—খোদা করুন, এই আওয়ায যাঁহার, তিনি যেন আবেদন শোনেন এবং সাহায্য করেন বস্তুত, এই রব শোনিয়া হযরত হাজেরাহ্ (রাযিঃ) সে দিকে গেলেন, যেখানে হযরত ইসমায়ীল ভীষণ পিপসাতুর অবস্থায় অবসদগ্রস্থ হইয়া পতিত ছিলেন। এখানে হযরত হাজেরাহ্ (রাযিঃ) যম্‌যমের নিকট এক ফেরেশতা

দেখিলেন, যিনি তাঁহার পায়ের গোড়ালি দিয়া বা হাতে এক জায়গা খোঁড়েন সেখান হইতে পানি নির্গত হইলে। হযরত হাজেরাহ্ (রাযিঃ) খুশি ও উৎকণ্ঠা মিশ্রিত ভাব-প্রবাহে তাড়াতাড়ি পানি জমা করিতে লাগিলেন এবং মুঠো ভরিয়া তাঁহার মশক ভরিতে আরম্ভ করিলেন।

হুযুর (সাঃ আঃ) তাঁহার হাত দ্বারা প্রদর্শন করিলেন, কিরূপে হযরত হাজেরাহ (রাযিঃ) তাড়াতাড়ি হাতের মুঠায় মশক ভরিতেছিলেন। পানি উচ্ছসিত হইতেছিল। অতি জোরে নির্গত হইতেছিল। হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হুযুর সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয় সাল্লাম ফরমাইলেনঃ 'আল্লাহ্তায়ালা হযরত হাজেরাহ্র প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। যদি তিনি পানির চারি দিকে পাড় না বাঁধিতেন বা হাতে নিয়া পনি ভর্তি না করিতেন, তবে যম্যম্ এক প্রবাহমান প্রস্রবন হইয়া পড়িত।

যাহা হউক, আল্লাহ্তায়ালা এইরূপে পানির ব্যবস্থা করিলেন হযরত হাজেরা (রাযিঃ) পান করিলেন এবং তাঁহার ছেলেকেও পান করাইলেন। ফেরেশতাহ্ হযরত হাজেরাকে কহিলেন : তুমি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করিও না। আল্লাহ্তায়ালা তোমাদিগকে বিনাস করিবেন না। এখানে আল্লাহ্তায়ালার গৃহ আছে, যাহা তোমার এই পুত্র ও তাহার পিতা আবাদ করিবেন। সেখানে বয়তুল্লাহ্র স্থান টিলার ন্যায় উঁচু ছিল। বর্ষার সময়ে যে বন্যা হইত তাহা এই টিলার ডান বাম দিয়া চলিয়া যাইত। হযরত হাজেরাহ্ (রাযিঃ) এই অবস্থার মধ্যে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে জুরহুম গোত্রের এক কাফেলা সেই দিক দিয়া যাইতেছিল। তাহারা মক্কার নিম্ন ভূমিতে শিবির করিল। নিকটেই কাফেলাটি পাখি উড়িতেছে দেখিয়া আশ্চার্যান্বিত হইল। পক্ষিরা পানির উপর চক্র দিতেছে। তাহারা ত সর্বদা এই উপত্যকা দিয়া যাওয়া আসা করে। এখানে ত কোন জনপদ বা পানির চিহ্নও ছিল না। খবর আনার জন্য কাফেলার লোকগণ দুই ব্যক্তিকে পাঠাইল। তাহারা আসিয়া সমস্ত বিষয় জানাইল। কাফেলার প্রধান ব্যক্তিগণ হযরত হাজেরার নিকট গেল এবং তিনি তাহাদিগকে সেখানে বাস করিতে দেওয়ার অনুমতি চাহিল। হযরত হাজেরাহ (রাযিঃ) সম্মতি দিলেন, কিন্তু এই শর্তে যে, পানিতে তাহাদের কোনো অধিকার থাকিবেনা। তাহারা বলিল যে, তাহারা এই শর্ত কবুল করিল। যাহা হউক, এই প্রকারে হযরত হাজেরাহ্র বাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তিনি ইহাই চাহিতেছিলেন, এখানে কিছু মানুষ বাস করুক, যাহাতে এই স্থানের উৎসন্ন অবস্থা কিছু দূর হয়। কাফেলা এখানেই তাহাদের বাসস্থান নির্মাণ করিল। তাহাদের পরিবারবর্গকেও আনাইল। যখন কতিপয় পরিবার সেখানে বেশ বসবাস করিতে লাগিল এবং সকলের দৃষ্টির কেন্দ্র—বালক হযরত ইস্মায়ীল (আঃ)ও যৌবনে পদার্পন করিলেন তখন তিনি মক্কায় যে সব পরিবার বাস করিতেছিল, তাহাদের নিকট

আরবী ভাষা শিক্ষা করিলেন। ইস্‌মায়ীল (আঃ) খুব সুশ্রী যুবক। তাঁহাকে দেখিয়া তাহাদের চক্ষু উজ্জল হইত। সাবালক হওয়ার পর গোত্রের এক সুস্রী কন্যাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দেওয়া হইল।

কিছু দিন পর হযরত হাজেরা (রাযিঃ) ওফাত পাইলেন এবং হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম দীর্ঘকাল পর অবস্থা ব্যবস্থা জানার জন্য মক্কায় আসিলেন। তখন হযরত ইসমায়ীল (আঃ) মক্কার বাহিরে গিয়াছিলেন। হযরত ইব্রাহীম তাঁহার বিবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইসমাইল কোথায়? বিবি উত্তর করিলেন: 'জীবিকার অন্বেষ বা শিকার করিতে গিয়াছেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন: 'কিরূপে জীবিকা নির্বাহ হয়? উত্তর করিল: খুবই খারাপ অবস্থা। বড় অভাব। শক্ত কষ্ট। মোট কথা, সে অভিযোগের এক দপ্তর খোলিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন: আমাকে শীঘ্র ফিরিয়া যাইতে হইবে। তোমার পতি আসিলে তাহাকে আমার সালাম বলিবে এবং এই পয়গাম দিবে যে, তোমার দরোজার চোখাট পরিবর্তন কর। কয়েক দিন পর যখন হযরত ইসমায়ীল (আঃ) আসিলেন, তখন তিনি অনুভব করিলেন যে, গৃহে কোনো মেহমান আসিয়াছিলেন কি? তাঁহার বিবি বলিলেন যে, এই আকৃতির এক বৃদ্ধ আসিয়াছিলেন। তিনি তোমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন। আমি তাঁহাকে সব অবস্থা বলিয়াছি। তিনি ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন যে, কিরূপে জীবিকা নির্বাহ হয়। আমি বলিয়াছি, বড়ই অভাব অনটনে দিন যায়। হযরত ইসমায়ীল (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তিনি তোমাকে কোন পয়গাম (বার্তা) দিয়া গিয়াছেন কি? সে বলিল, 'হাঁ বলিয়াছিলেন যে, আমি আপনাকে তাঁহার সালাম পেঁাছাই এবং তাঁহার তরফ হইতেও বলি যে, আপনি আপনার দরোজার চোখাট পরিবর্তন করেন। ইহাতে হযরত ইসমায়ীল আলাইহেস সালাম বলিলেন: "এই বৃদ্ধ আমার পিতা। তিনি আমাকে আদেশ দিয়া গিয়াছেন যে, আমি তোমাকে তালাক দেই। তাঁহার আদেশ মোতাবেক আমি তোমাকে বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্তি দিতেছি। তুমি তোমার পিতার গৃহে চলিয়া যাও। অতঃপর, হযরত ইসমায়ীল (আঃ) অন্য এক বিবাহ করিলেন। হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালাম আবার কিছু সময় পরে মক্কায় আসিলেন। এই বারও হযরত ইসমায়ীল (আঃ) গৃহে ছিলেন না। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হযরত ইসমায়ীল (আঃ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার বিবি উত্তর করিলেন, জীবিকা অন্বেষণে গিয়াছেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সংসার

কেমন চলে? কিরূপ চলিতেছে। হযরত ইসমায়ীলের বিবি উত্তর করিলেন: 'আলহামদু লিল্লাহ। খুব ভাল অবস্থা। আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ। তিনি বড়ই সচ্ছলতা দিয়াছেন।' হযরত ইব্রাহীম (আ:) জিজ্ঞাসা করিলেন: খানা পিনা কি কর? বধূ বলিলেন: 'গোশত্ খাই, পানি পান করি।' ইহাতে হযরত ইব্রাহীম (আ:) দোয়া করিলেন: 'খোদা আমার, তুমি ইহাদের গোশত ও পানিতে বরকত দাও।' অর্থাৎ, এই সব নে'মাৎ প্রচুর পরিমাণে দাও।' আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিতেন: তখন তাঁহারা শস্য পাইতেন না। যদি তাঁহাদের শস্যও থাকিত, তবে উহার জন্য হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম দোওয়া করিতেন। এই কারণেই মক্কাবাসী শুধু মাংস ও পানি খাইয়া জীবন ধারণ করেন। তাঁহারা ছাড়া অন্য কেহ ইহাকে যথেষ্ট মনে করে না।

এক অন্য রেওয়াওতে আছে যে, হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম যখন আসিয়াছিলেন, তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: 'ইসমায়ীল কোথায়?' হযরত ইসমায়ীলের বিবি বলিয়াছিলেন: শিকার করিতে বাহিরে গিয়াছেন। এবং ইহাও বলিয়াছিলেন যে, 'আপনি থাকুন। কিছু পানাহার করুন।' হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালাম জিজ্ঞাসা করিলেন: তোমরা পানহার কি জিনিষ কর? তাঁহার পুত্রবধু বলিলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, গোশত্ আমাদের খাদ্য এবং পান করিবার জন্য পানি আছে।' হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালাম দোয়া করিলেন: খোদা আমার, তাহাদের খাদ্য ও পানিতে বরকত দাও। রেওয়াওতকারী বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই প্রসঙ্গে বলেন: 'ইহা 'ইব্রাহীম (আ:)-এর দোওয়ার বরকত। আল্লাহতায়ালা মক্কাবাসীকে প্রচুর পরিমাণে গোশত সরবরাহ করেন এবং পান করিবার জন্য পানি সর্বদা পৌঁছান। যাহা হউক, হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালাম তাঁহার পুত্রবধূকে বলিলেন: পতি আসিলে তাহাকে আমার সালাম বলিবে এবং আমার তরফ হইতে ইহাও বলিবে যে, সে যেন তাহার দরোজার চৌখাট বজায় রাখে। যখন হযরত ইসমাইল (আ:) আসিলেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: 'আমার পরে কেহ আসিয়াছিল কি? তাঁহার বিবি উত্তর করিলেন, হাঁ, এক সুশ্রী, সুন্দরকায় প্রভাবশালী বুজুর্গ আসিয়াছিলেন। এই এই ধরণের। তিনি আমাকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। আমি বলিলাম যে, শিকার করিতে গিয়াছেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমার সংসার কেমন চলে? হযরত ইসমায়ীল (আ:) জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোন উপদেশ দিয়াছেন কি? বিবি বলিলেন: 'হাঁ, তিনি আপনাকে সালাম বলিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, আপনি আপনার দরজার চৌখাট

(১৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

নামাযের তাৎপর্য ও উহার হেফাজত

মুমিনের প্রতিটি মুহূর্ত ইয়াদে-ইলাহীতে অতিবাহিত হয়। তাহারা ক্ষণিকের জন্যও তাহা হইতে গাফিল হয় না।

তাহারা নামাযের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং উহাকে স্বীয় প্রাণাধিক প্রিয় জ্ঞান করে। "والذين هم على صلوا تهم يحافظون"—অর্থাৎ (মুমিনগণ) তাহাদের নামাযের হেফাজতকারী এবং যত্নবান হইয়া থাকে। অর্থাৎ কাহারও স্মরণ করাইয়া দেওয়ার মুখাপেক্ষী থাকে না। বরং এমন এক সংযোগ ও সম্পর্ক তাহাদের খোদার সহিত গড়িয়া উঠে এবং খোদাতায়ালার স্মরণ এমন স্বভাবসুলভ প্রিয় এবং শান্তি, স্বস্তি এবং জীবনের ভিত্তি ও নির্ভরযোগ্য বস্তুতে পরিণত হয় যে, তাহারা সর্বক্ষণ উহার সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত থাকে এবং তাহাদের প্রতিটি মুহূর্তই ইয়াদে-ইলাহীতে অতিবাহিত হয়। এক মুহূর্তও তাহারা খোদাতায়ালার স্মরণ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে চায় না।

ইহা স্পষ্ট যে, মানুষ সেই জিনিসেরই হেফাজত এবং তত্ত্বাবধানে সর্বশক্তি প্রয়োগে নিয়োজিত থাকে, যে জিনিসটি হারাইলে সে তাহার বিনাশ ও ধ্বংশ বলিয়া জ্ঞান করে। যেমন এক মুসাফের যে এক তরু-লতাহীন মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়া সফর করিয়া চলিয়াছে, যে প্রান্তরে সহস্র সহস্র মাইল ব্যাপী পানি ও খাদ্য পাওয়ার কোন আশা নাই, সে তাহার সঙ্গে রাখা পানি ও খাদ্যের সযত্নে হেফাজত করে এবং উহাকে নিজের প্রাণতুল্য জ্ঞান করে। কেননা সে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে যে, উহা বিনষ্ট হইলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য।

সুতরাং, যাহারা এইরূপ মুসাফেরের ন্যায় নিজেদের নামাযের হেফাজত করে এবং যদিও ধন-সম্পদ বা সম্মান-সম্ভ্রমের ক্ষতি সাধিত হয় কিম্বা নামাযের জন্য কেহ অসন্তুষ্ট হয়, তথাপি তাহারা নামায পরিত্যাগ করে না এবং উহার বিনষ্ট হওয়ার আশংঙ্কায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও উৎকুণ্ঠিত থাকে, যেন মৃত্যু মুখে পতিত হয়, এবং তাহারা এক মুহূর্তও ইয়াদে-

ইলাহী হইতে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হইতে চায় না। প্রকৃতপক্ষে তাহারা নামায ও আল্লাহ্‌র স্মরণকে নিজেদের এক অত্যাবশ্যকীয় পাথেয় বলিয়া জ্ঞান করে, যাহার উপর তাহাদের জীবন নির্ভরশীল। এরূপ অবস্থা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন খোদাতায়ালা তাহাদের সহিত প্রেম করেন এবং তাঁহার সাক্ষাৎ প্রেমের এক প্রজ্জ্বলিত শিখা, যাহাকে 'রুহানী সত্তার' জন্য এক আত্মা বিশেষ বলা উচিত, তাহাদের হৃদয়ে পতিত হয় এবং তাহাদিগকে এক নবতর জীবন দান করে। সেই রূহ বা আত্মা তাহাদের সমগ্র রূহানী সত্ত্বাকে জ্যোতি ও জীবন দান করে তখন তাহারা কোনরূপ বানোয়াট ও চেষ্টা ব্যতিরেকে অকৃত্রিম ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে খোদাতায়ালার স্মরণে নিয়োজিত থাকে বরং খোদাতায়ালা তাহাদের রুহানী জীবনকে—যাহাকে তাহারা অত্যন্ত ভালবাসিয়া থাকে—স্বীয় ইয়াদের পাথেয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেন। ইহাকেই অন্য কথায় নামায বলা হয়।"

(যামীমা বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৫৪)

অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সহিত এ মর্মান্তিক সংবাদ জানান যাইতেছে যে, জামালপুর নিবাসী জনাব ওয়াসীমুদ্দিন সাহেব, এক্সাইজ ইন্সপেক্টর বিগত ২৭শে অক্টোবর তারিখে ভোর বেলায় আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া চট্টগ্রামে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন। মরহুম অত্যন্ত মুখলেছ তেজস্বী আহ্‌মদী ছিলেন। খেদমতে ইসলাম, কুরবানী ও নেজামে খেলাফতের অকৃতীম এতায়াত এবং তরবীয়তে আওলাদে তিনি প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত রাখিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল প্রায় ৫৫ বৎসর। তিনি স্ত্রী, আট পুত্র ও তিন কন্যা এবং নাতি-নাতনী রাখিয়া যান। আল্লাহতায়ালা মরহুমের রুহের মাগফেরাত ও দারাজাত বুলন্দ করুন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গকে ধৈর্য ধারণের তওফিক দিন। আমিন।

হাদীস শরীফের বাকী অংশ

(১১-এর পৃষ্ঠার পর)

বজায় রাখেন।' হযরত ইসমায়ীল বলিলেন : 'ইনি আমার পিতা ইব্রাহীম আলাইহেস সালাম। দরোজা অর্থ তুমি। তাঁহার আদেশ হইল, আমি তোমাকে আমার স্ত্রীরূপে রাখি। (ক্রমশঃ)

('হাদিকাতুন সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ :)

—এ, এইচ এম, আলী আনওয়ার

জুমার খুৎবা

সাইয়েদেনা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

[১৯৭৭-এর জুলাই মাসের ২৯ তারিখে হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) এই খোৎবা প্রদান করিয়াছেন। স্থান : মসজিদে আক্সা রাবওয়াহ]

কোরআন করীমের ইমানী বিধান অটলভাবে প্রমাণিত এবং নিজেই কামেল একীনের মর্যাদায় উপনীত, ইহা সমস্ত জাতি সব যুগের শিক্ষ পরিসমাপ্তির জন্য আসিয়াছে এবং এমন এক যুগে আসিয়াছে যখন মানুষের যোগ্যতা স্বীয় পূর্ণতায় পৌছিয়াছিল।

কোরআনের শিক্ষা সব সময় ফল দিয়া থাকে লক্ষ লক্ষ কুটি কুটি লোক উম্মতে মোহাম্মদীয়াতে এইরূপ আগমণ করিয়াছেন, যাঁহারা এই ফল খাইয়া জীবন এবং সজীবতা লাভ করিয়াছেন।

তায়াওউয তাশাহুদ এবং সুরা ফাতেহা পাঠ করিবার পর হুযুর বলিয়াছেন :

বেলওয়ে ফাটক বন্ধ হইয়াছিল এই জন্য কিছুক্ষণ বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, ইহাতে আপনারা কষ্ট পাইয়াছেন, আপনাদের কষ্টের দরুন আমিও কষ্ট পাইয়াছি।

কোরআন কারীম একপূর্ণ গ্রন্থ, সে নিজেই নিজ পূর্ণতা সম্পর্কে ঘোষণা করিয়াছে যে, যথা আমাদের প্রভূ বলিয়াছেন :

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى

ধর্মের জ্ঞান পূর্ণতার মর্যাদা লাভ করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মানব জাতির জন্য যাবতীয় দানের পথ খুলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদীয়ার ইমানদারগণই এই সব দানের অংশীদার হইবেন। প্রত্যেক মানুষ খোদা তায়ালার আদেশের এতায়াত করিয়া ও কোরআনের শিক্ষার প্রতি আমল করিয়াই ইহার অংশীদার হইবেন।

হযরত মসীহ মওউদ বলিয়াছেন :

"কোরআন আল ইয়ওমা আকমালতু লাকুমের চিরস্থায়ী মুকুট স্বীয় মাথায় রাখিয়াছে এবং প্রতিটি বিষয়ের ব্যখ্যার প্রসস্ত এবং আড়ম্বর পূর্ণ সিংহাসনে আসন লাভ করিয়াছে। কোরআন কারীম স্বীয় কামাল সম্পর্কে বলিয়াছে যে আল ইয়াওমা আকমালতুলাকুম দীনাকুমের মর্ম কি? কোন প্রকারের পূর্ণতা অথবা কোন ধরণের কামালাত ইহাতে পাওয়ায় যায়।

যথা আল্লাহ্ তায়লা বলিয়াছেন :

الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت
و فرعها فى السماء تؤتى اكلها كل حين باذن ربها -

হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ) বলিতেছেন কোরআন করীমের এই আয়াত কোরআন কারীমের পূর্ণতার তিনটি দিক প্রকাশ করিতেছে, এবং ইহাতে এই বলা হইয়াছে, যে আল্লাহ্ তায়ালা মোমেনগণকে দৃঢ়তার বাণী দান করেন অর্থাৎ এইরূপ বাণী দান করেন যাহা প্রমাণিত এবং যুক্তিসঙ্গত, যাহার প্রমাণ রহিয়াছে এবং মানুষকে তিনি দৃঢ় পদে রাখেন। ইহাতে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিয়াছি, দৃঢ় পথে থাকিবার জন্য যুক্তিপূর্ণ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। শিক্ষা নিজের মধ্যে বহু প্রমাণ রাখে যদি না আমরা সেই সব প্রমাণ বুঝিতে পারি, যদি আমরা উহা পাঠ না করি এবং আমরা সেই সম্পর্কে অবগত না হই, যদি না আমরা উহার জ্ঞান রাখি, তাহা হইলে আমরা দৃঢ়তা দেখাইতে পরি না, এই জন্য আল্লাহ্তায়ালা দৃঢ়পদ থাকিবার পথ কোরআন করীমের শিক্ষাকে বলিয়াছেন। যেন কোরআন করীমের পবিত্র বাণীর কামাল এই আয়াতের মধ্যে তিনটি কথার উপর নির্ভর করা হয়, ম এই যে, ইহার ইমানী বিধান প্রমাণিত এবং যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নিজে নিজে উহা পূর্ণ একীনের মর্যাদায় পৌঁছিয়াছে। এবং উহার দ্বিতীয় দিক এই যে, মানব স্বভাবও উহা গ্রহণ করে। ধর্ম এবং ইমানের যে বিধান রহিয়াছে উহার মৌলিক উদ্দেশ্য এই যে অদ্বিতীয় খোদার সঙ্গে মানুষের এক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হইয়া যাওয়া, এই জন্য لا اله الا الله ইমানী বিধানের মূল কথা। যেহেতু ইমানের যাবতীয় বিধান অদ্বিতীয় খোদাতায়ালার দিকে লইয়া যায়, এবং আল্লাহ্তায়ালার একত্ব নিজে নিজেই প্রমানিত, আর এই যে বিশ্ব যখন আমরা ইহা পাঠ করি তখন আমাদের মানিতে হইবে এবং অবশ্য আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইবে যে, যথা আজিকার বৈজ্ঞানিকদের একাংশ এই সিদ্ধান্তে পোছিয়াছে, এই বিশ্বের সৃষ্টিকে শুধু দৈবাৎ বলা যায়না, বরং মানিতে হইবে যে, কোন পরিকল্পকা কারীর অস্তিত্বের সিদ্ধান্তেই এই বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে যাঁহার ইচ্ছা এবং নির্দেশে ইহা চলিতেছে। ফল কথা এই বিধানেই সারা বিশ্ব বাঁধা রহিয়াছে।

অর্থাৎ এই বিশ্বে কোন বিশৃঙ্খল পাওয়া যায়না। সৃষ্টির এত সংখ্যা যাহা মানুষের গণনার অসাধ্য ; বিশ্বের যাবতীয় বস্তু মানুষের সেবায় নিয়োজিত। অর্থাৎ বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে খোদাতায়ালার নির্দেশ এই যে, তুমি মানুষের সেবা কর। অতএব আমরা যখন বিশ্বের প্রতি মনোযোগ দান করি তাহা হইলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' যে আমাদের ইমানের

ভিত্তি উহা প্রমাণিত হয়। যথা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন :—

কারণ এই যে, খোদাতায়ালার যাবতীয় সৃষ্টি এবং বাহ্য জগতের শৃঙ্খলা যাহ্যদৃষ্যভাবে দেখিতেছি ইহা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইতেছে যে এই বিশ্ব নিজে নিজেই সৃষ্টি হয় নাই ; অর্থাৎ এই বিশ্ব ঘটনাক্রমে সৃষ্টিহয় নাই, এখন ত বৈজ্ঞানিকগণ ঘটনাক্রমকে বিজ্ঞান বানাইয়া লইয়াছেন। এই বিদ্যাকে তাহারা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং উহার নাম তাহারা রাখিয়াছেন 'সাইন্স অব সান্স'। দশ পনর বৎসর হইয়াছে আমি একটি ছোট্ট পুস্তক পাইয়াছিলাম যাহা 'সাইন্স অব সান্স' আমি উহা পাঠ করিয়াছি। এখন উহা আরও বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, কিন্তু যাহা পরে লিখা হইয়াছে উহা আমি পাঠ করি নাই। যেই ক্ষুদ্র পুস্তিকার কথা আমি বলিয়াছি যাহা নতুন নতুন বাহির হইয়াছিল। উহা পাঠ করিয়া আমি জানিতে পারিয়াছি যে, সাইন্স অব সান্সের ফলে বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের এক দল এই কথার দিকে আসিয়াছিল যে, বিশ্বের কোন স্রষ্টা আছেন, ইহা বলিতে তাহারা বাধ্য হইয়াছেন। কোন স্রষ্ঠা আছেন যিনি এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং সুপরিকল্পিত ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিশ্ব ঘটনাক্রমে সৃষ্টি হয় নাই, এবং কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত সৃষ্টি হয় নাই, কারণ এই পরিমাণ ঘটনা এক সঙ্গে ঘটিতে পারে না। যখন ইহা আমাদের সামনে আসে যে এই সবাইকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করা হইয়াছে যাহা অগণিত। যাহা হউক বৈজ্ঞানিকগণের এবং বুদ্ধিমানগণের একদল চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে ইহার কোন স্রষ্টা আছেন যে মানুষ সঠিক স্বভাব রাখেন, যখন তাহাদের সামনে এই বস্তু আসে তখন তাহারা মানিতে বাধ্য হয় যে, আমরা এই সব বস্তুকে এত্তেফাক বা দৈবাত বলিতে পারি না। অবশ্য কোন কল্পনাকারীর অস্তিত্ব রহিয়াছে। যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন আমি হযরত মসীহে মওউদের (আঃ) হাওয়ালা পাঠ করিতেছি। তিনি বলিতেছেন :—

"কারণ যে, খোদাতালার যাবতীয় সৃষ্টি এবং নেযাম যাহা আমরা দেখিতেছি যে এই বিশ্ব নিজে নিজেই হয় নাই বরং ইহার একজন আবিষ্কারক এবং স্রষ্টা রহিয়াছে। যাহার জন্য ইহা আবশ্যক যে, তিনি রহমান ও হইবেন। তিনি রহীম ও হইবেন। তিনি সর্বশক্তিমান ও হইবেন। তিনি অদ্বিতীয়ও হইবেন যাঁহার কোন শরীক নাই এবং তিনি আদি অন্ত হইবেন তিনি সংকল্পকারী হইবেন। এবং তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত হইবেন। এবং তিনি অহী অবতীর্ণকারী হইবেন।" এই সংকলনের মধ্যে বিরাট প্রসস্ত বিষয় রহিয়াছে বিরাটত্যের

মধ্যে এখন আমি যাইতেছিনা, কোন এক সময়ে আমি ইহা বলিব, কোরআন করীমের পূর্ণতার দ্বিতীয় কথা, এই বলা হইয়াছে যে, فرمهاى لسماء একত এই ইমানের মৌলিকতা لا اله الا الله এক প্রমাণিত সত্য যাহা হইতে কোন পুন্যবান স্বভাবের লোক অস্বিকার করিতে পারেনা মানুষের স্বভাবের মধ্যেও এই কথা পাওয়া যায় এবং এই বিশ্ব গভীরভাবে পাঠ করিলে ও প্রমাণিত হইতেছে যে ইহা বিক্ষিপ্ত নহ, যথা নক্ষত্র উহার মধ্যে কোনটি পূর্ব দিকে যাত্রা করিতেছে, কোনটি পশ্চিম দিকে চলিতেছে কিন্তু উহাও নির্দ্ধারিত নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ রহিয়াছে দ্বিতীয় কথা এই য খোদাতায়ালার সেই নিয়ম যাহা এই বিশ্বে জারী রহিয়াছে এবং বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ যে, এই বিশ্বে কজ করিতেছে, যখন আমরা ইহা দেখিতেছি তখন প্রতীয়মান হয় যে, কালামে পাক বিশ্ব নিয়তির সহিত মিলিয়া যাইতেছে এবং ইহা খুবই সুক্ষ্ম বিষয়। খোদার বাণী এবং খোদার কার্য্য এবং খোদাতায়ালার কার্যের ফলে মানবের স্বভাব যাহার জন্য এই বিশ্ব সৃষ্টি করা হইয়াছে এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে এক বিরাট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত। মোট কথা এই বিশ্বে যে নিয়ম প্রচলিত, উহার কাজ এই যে, উহা মানুষের উন্নতির কাজে লাগিয়া থাকুক অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত বস্তুকে (যাহা বিভিন্ন এবং অসংখক সৃষ্টি উহাদের মধ্যে প্রত্যেককে) আল্লাহ তায়ালার এই নির্দেশ যে সে এই ভাবে মানুষের উন্নতির কাজে লাগিয়া থাকিবে, এইভাবে তাহাদের কাজে আসিবে। যোগ্যতা সমুহকে শক্তিশালী, প্রশস্ততা দান কারী এবং উহা পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য এই বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ খোদাতালা সৃষ্টি করিয়াছেন এই বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের কার্যের ফলে মানবের স্বভাব, মানবের শক্তি অথবা মানব স্বভাবের শক্তি এবং উহার যোগ্যতার মধ্যে এক শক্তি সৃষ্টি হইতেছে। উন্নতির দিকে উহাদের গতিশীল এবং আদমের বংশধরের মানুষ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লামের সময়ে স্বীয়ভাবে যোগ্যতাকে পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। এই জন্য মানুষের হেদায়েতের জন্য কোরআন করীম অবতীর্ণ হইয়াছে। কোরআন করীমেরই কোন অংশ সেই শিক্ষার সঙ্গে সাদৃশ্য রহিয়াছে যাহা পূর্ববর্তী নবীদিগের যুগে তাহাদের স্বভাবের উন্নতির জন্য কাজ করিতেছিল। আর নবী করীম (দঃ) এর যুগে মানুষের স্বভাবের যোগ্যতা স্বীয় পূর্ণতা পর্যন্ত পৌছিয়াছিল। এই জন্য পূর্ণ কোরআন করীম নবী করীম (দঃ)এর উপর অবতীর্ণ হইয়াছে। একত বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ পৃথিবীতে জারী ছিল উহাদিগকে বাধ্য করা হইয়াছে, মানুষের ক্রমোন্নতির জন্য, আর তাহাদের স্থায়িত্বের জন্য এবং উহাদের হেফাজতের জন্য এবং শক্তির মধ্যে প্রাণ সৃষ্টি করার জন্য আর অপর দিকে মানুষকে এমন স্বভাব দেওয়া হইয়াছে এবং এইরূপ যোগ্যতা দেওয়া হইয়াছে যে, এক দিকে সে বিশ্ব স্রষ্ঠার দ্বারা বিশ্ব

হইতে উপকৃত হইতেছিল, উহা হইতে সেবা লইতেছিল এবং অপর দিকে পবিত্র বাণীর উপর আমল করিয়া খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভের জন্য বেশী বেশী চেষ্টা করিতে ছিল। অতএব فرعها فى السماء এক পূর্ণতা ত এই যে, এই স্রষ্ঠার বিধান পবিত্র বাণীর শিক্ষার সহায়ক এবং উহার পূর্ণতা প্রকাশকারী কারণ স্রষ্ঠার নীতির পুর্ণতা এবং কালামে পাকের যে পূর্ণতা উহা একে অন্যের মহাত্ম প্রমাণ করে খোদাতায়ালার অনুগ্রহ তাহার বাণীর সঙ্গে মিলিত হইয়া এক আশ্চার্য মহিমা তাহার গুণের বিকাশ মনুষ্যের সামনে লইয়া আসে, فرعها فى السماء এর দ্বিতীয় দিক এই যে, এই শিক্ষা আকাশের উন্নত স্থানে পোঁছিয়াছে অর্থাৎ স্বীয় পুর্ণতা পর্যন্ত পৌছিয়াছে এবং উহার মর্ম এই যে যথা আমি এখন ঈঙ্গিত করিয়াছিলাম যে, কোরআন করীমের পূর্বে যে, শিক্ষা আসিয়াছে বিভিন্ন নবীগণের নিকট, তাহাদের সম্পর্কে একটি কথা প্রকাশ থাকে যে উহা বিশেষ জাতি বিশেষ যুগের জন্য আগমন করিয়াছে। এই জন্য তাঁহাদের শিক্ষা সংক্ষিপ্ত ও ছিল এবং অসম্পূর্ণ ও ছিল। এই জন্য যে এখন তাহাদের উম্মতের ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছিলনা যথা হযরত মূহা (আঃ)এর যে শিক্ষা ছিল উহাতে সাধারণ ভাবে উপকৃত হইবার শক্তি ছিলনা যে, সারা বিশ্বের মানুষের জন্য সে শিক্ষা পথ প্রদর্শন করিতে পারে, এই অবস্থা অন্যান্য নবীগণেরও ছিল। কিন্তু যখন কোরআন করীম অবতীর্ণ হইয়াছিল তখন মানুষের যোগ্যতা পুর্ণতা লাভ করিয়াছিল। এবং কোরআন করীম বিশেষ জাতি এবং বিশেষ যুগের জন্য আসে নাই, বরং সমস্ত জাতি এবং সমস্ত যুগের জন্য এই শিক্ষা এবং হেদায়েত দুনিয়াতে আগমন করিয়াছে শিক্ষার দিক দিয়া পূর্ণ শিক্ষা এবং প্রভাবের দিক দিয়া পূর্ণ উন্নতি সহকারে আসিয়াছে। অর্থাৎ সে মানুষের যে তরবিয়ত করিবার জন্য ছিল এবং উহার যে পূর্ণতা দান করার জন্য ছিল উহা উন্নত মানের ছিল মোট কথা কোরআন করীম সমস্ত জাতি এবং সারা যমানার শিক্ষা এবং পুর্ণতার জন্য আসিয়াছে এবং এমন যুগে আসিয়াছে যখন মানুষের যোগ্যতা পুর্ণতা লাভ করিয়াছিল এক দিক দিয়া মানবের যোগ্যতা পূর্ণতায় পৌছিয়াছিল অপর দিক দিয়া পৃথিবীর পাপ এবং অন্যায় কাজ এবং জড় পূজায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং উহার জন্য বিরাট সংশোধনের প্রয়োজন ছিল। মানুষের যোগ্যতা এবং কোরআন করীমের শিক্ষা বহণ করিবার উপযুক্ত ছিল। কিন্তু খোদাতায়ালা হইতে এত দুরে সরিয়া গিয়াছিল যেন পৃথিবীতে এক বিরাট অশান্তি সৃষ্টি হইয়াছিল। এই বিরাট অশান্তি দূর করিবার জন্য এক মহান শিক্ষার প্রয়োজন ছিল এক পরিপূর্ণ হেদায়েতের প্রয়োজন ছিল। এ ব্যতিরেকে

সেই বিরাট অশান্তি দূর হইবার ছিল না। সারা বিশ্বে অশান্তি ছাইয়া গিয়াছিল, মানুষের অন্তরে স্বীয় প্রতিপালক হইতে দূরত্ব এবং অসন্তুষ্টি পাওয়া যাইতেছিল। যেন পূর্বে ও পশ্চিমে উত্তরে এবং দক্ষিণে ও অশান্তি ছড়াইয়াছিল। এইজন্য পৃথিবীতে অশান্তি দূর করিবার জন্য এবং মানবতার যোগ্যতার ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার জন্য এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সমধিক লাভ করিবার জন্য পূর্ণ হেদায়েতের আবশ্যক ছিল। পূর্বেকার হেদায়েত যথেষ্ট ছিল না। অতএব কোরআন কারীমের পূর্ণ হেদায়েত আসিয়াছে, যদ্বারা মানবতার যোগ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে এবং পৃথিবী হইতে অশান্তির দ্বারও বন্ধ হইয়া গিয়াছে যদিও পূর্বেকার শিক্ষা সমূহ ও খোদাতায়ালার দিক হইতে আসিয়াছিল। কিন্তু পরিপূর্ণ শিক্ষা কোরআন কারীমের শিক্ষা যাহা সব দিক দিয়া পরিপূর্ণ খোদাতায়ালা ইহার নাম ইসলাম রাখিয়াছেন। এবং এই ভাবে رضيت لكم الاسلام دينا "তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্মরূপে মনোনিত করিয়াছি। তৃতীয় পুর্ণতা কালামে পাকের এই যে, تؤتى اكلها كل حين باذن ربها কোরআনের শিক্ষা সব সময় এবং প্রতি মূহূর্তে এবং প্রত্যেক কে ফল দিয়া থাকে, তাহার প্রতি পালকের নির্দেশের মধ্যে মৌলিক প্রকাশ ও করিয়া দিয়াছেন যে, মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা ও তদবীর বৃথা যাইত আল্লাহ্-তায়ালার অনুগ্রহ এবং কল্যাণ যদি না হইত। কিন্তু মানুষের পূর্ণ প্রচেষ্টায় ও পূর্ণ পরিশ্রম অসম্ভব ছিল খোদার নিকট হইতে যদি কোরআন করীম না আসিত, কারণ ইহা পূর্ণ হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে ইহার উপর আমল করা এবং আল্লাহ্তায়লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমার নিজের শক্তি এবং যোগ্যতা অনুসারে পুর্ণ চেষ্টা করা কিন্তু ইহা কখনও ভুলিওনা যে, খোদাতায়ালার সন্তুষ্টি খোদতায়ালার রহমত ব্যতীত সম্ভবপর নয়। তাহারই অনুগ্রহে এবং রহমতে খোদাতায়ালার ভালবাসা মানুষ লাভ করিতে পারে।

تؤتى اكلها كل حين আয়াতাংশে যে ফলের উল্লেখ আছে উহা প্রকৃতপক্ষে খোদাতায়ালার সাক্ষাৎকার। খোদাতায়ালার সাক্ষাৎ এবং নৈকট্য এই শিক্ষার ফল। হযরত নবী করীম দঃ)-এর যুগ হইতে আজ পর্যন্ত উম্মতে মোহাম্মদীয়াতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ এইরূপ সৃষ্টি হইয়াছেন যাহারা এই পূর্ণ শিক্ষার ফল খাইয়াছেন এবং উহা দ্বারা তাহাদের আত্মা জীবন এবং সজিবতা ও শক্তি পাইয়াছে যে, অর্থাৎ আল্লাহ্-তায়ালার নৈকট্য লাভ করিয়াছে এবং সে এলাহী সাক্ষাত লাভ করিয়াছে সাক্ষাতের সঙ্গে অনেক উপকরণ যাহার উল্লেখ কোরআন করীমে অনেক স্থানে আসিয়াছে। এক জায়গায় আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন :

ان الذين قالو ربنا الله ثم استقموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا.

অর্থাৎ "নিশ্চয় যাহারা বলিয়াছেন, আমাদের রব আল্লাহ্ তৎপর তাহাতে সে দৃঢ় রহিয়াছে তাহাদের উপর ফেরেস্তা অবতীর্ণ হয়, (এবং তাহারা বলে) তোমরা ভয় করিও না এবং চিন্তা করিও না।" (অনুবাদক)

ইহা ব্যতিরেকে আরও অনেক আয়াত আছে যে সব আয়াতে আল্লাহ্ তায়'লার সাক্ষাতের কথা উল্লেখ আছে। এই সাক্ষাতের অনেক উপকরণও আছে যাহাকে আমরা (১) স্বর্গীয় আশীর্বাদও বলি এবং (২) ঐশী বাক্যালাপও বলি আমরা উহাদিগকে (৩) কবুলিয়াত বলি এবং (৪) অলৌকিকতাও বলা হয়। উম্মতে মোহাম্মদীয়াতে এই ফল অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য এবং প্রেম এত অধিক পরিমাণ মানুষ পাইয়াছে যে তাহার গণনা করাও অসাধ্য এবং সাক্ষাতের যে উপকরণ ছিল উহাতে মানুষ প্রচুর পরিমাণ অংশিদার হইয়াছে। কিন্তু بِاِذْنِ رَبِّهَا আল্লাহ্ তায়ালার আদেশের সহিত যেন মহান কোরআন অবতীর্ণের সঙ্গে মানবের সঞ্চিত পূর্ণ রবুবিয়তের উপকরণ হইয়া গিয়াছে। অতএব যখন আমরা বিশ্বের প্রতি দৃষ্টিদান করি তখন প্রতীয়মান হয় যে প্রত্যেক বস্তুর ক্রমবিকাশ হইতেছে গম শস্যকণা বা গোধুম আমি প্রথমেই বলিয়াছিলাম আজকার শস্যকণা বা গম এবং আজ হইতে পাঁচ হাজার বছরের পূর্বকার শস্যকণার মধ্যে পার্থক্য আছে, কারণ যে এখন গবেষণার দরুন প্রমাণ হইয়াছে যে, নক্ষত্রের আলো শস্য কণার ক্রমবিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং অনুসন্ধানের দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, পূর্বকার পাঁচ হাজার বৎসরে সম্ভবতঃ হাজার হাজার নতুন নক্ষত্রের আলো এই পৃথিবীতে পৌঁছিয়াছে। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে যে পরিমাণ নক্ষত্রের আলো শস্য কণার প্রতিপালন করিতেছিল, তার চেয়ে বহু হাজার পরিমাণ নক্ষত্র আসিয়াছে যাহারা শস্য কণা এবং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে ক্রমবিকাশ ঘট ইতেছে অর্থাৎ মানুষের শারীরিক এবং প্রতিভা এবং আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির জন্য প্রভাব বিস্তার করিতেছে কারণ খাদ্যের গভীর প্রভাব মানবীয় প্রতিভা, চরিত্র এবং আধ্যাত্মিকতার উপর বিস্তার করে।

হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ) এই বিষয় চির উপর বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, কিভাবে মানুষের খাদ্য উহার শরীরের উহার প্রতিভার উপর এবং উহার চরিত্রের উপর ও আধ্যাত্মিকতার উপর প্রভাব বিস্তার করে উহাদের মধ্যে ক্রমবিকাশ ঘটিয়া শস্য কণার উপর ও এক উন্নতির সৃষ্টি হইয়াছে এবং মানুষের শক্তি এবং যোগ্যতাকে এই অর্থেও উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা খোদা তায়'লার ভালবাসা লাভ করিয়াছে। দুনিয়ার প্রতি অংশ মোহাম্মদ দঃ)-এর দ্বারা এই কল্যাণ লাভ করিয়াছে। কোরআন কারীমের ন্যায় মহান হেদায়েত পাইয়াছে। কোরআন কারীমের মহব্বত অন্তকরণে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

পাক্ষিক আহমদ

৩শে অক্টোবর/৭৭ইং

কোরআন কারীমের আবেগ মানুষের আত্মার মধ্যে সৃষ্টি করা হইয়াছে। কোরআন কারীমের এত মহব্বত যে, হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ) বলিয়াছেন :

আমার অন্তরে ইহাই যে তোমার
পুস্তক চুম্বন করি
কোরআনের চারিদিকে তাওয়াফ করি
ইহাই আমার কা'বা।

ইহা এক প্রেমিকের অন্তরের আর্তনাদ কারণ যে মানুষ বিবেক রাখে এবং খোদা তায়'লার ভালবাসা লাভ করিতে চায় এবং সাক্ষাৎ চায় সে জানে যে, খোদা তায়'লাকে পাইবার সমস্ত পথই কোরআনের মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং উহার উপর চলিয়াই চলিয়াই আল্লাহ্ তায়ালাকে লাভ করা যাইতে পারে।

অতএব اليوم اكملت لكم دينكم অনুসারে কোরআন কারীমের শিক্ষা তিনটি কামালাতের সমষ্টি ইমানী মৌলিক অনুসারে اصلها ثابت (মুল দৃঢ়) এবং উহার চরমোৎ অনুসারে فرعها فى السماء (মাথা গগণ চুম্বি) এবং উহার মিঠা ফল সম্পর্ক تؤتى اكلها كل حين باذن ربها (প্রভুর আদেশ সময় মত ফল দিয়া থাকে) কিন্তু এই তৃতীয় বস্তু تؤتى اكلها كل حين باذن ربها এর মধ্যে মানুষের প্রচেষ্টার প্রতিও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আজকাল আমের মৌসুম যেমন কোন ব্যক্তি নিজ গৃহের টেবিলে এই উত্তম ফল রাখিয়াছে এবং সে উহা খাইতেছে না ইহাতে তাহার লাভ কি? অতএব যদিও ভাল ফল এবং সুগন্ধি ফল এবং খুব মিষ্টি ফল এবং স্বাদযুক্ত ফল আর সর্ব প্রকার রোগমুক্ত, মানুষের ক্রম বিকাশের বৈশিষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু ইহা তখনই লাভ হইতে পারে যখন গৃহের লোক ইহা ভক্ষণ করে, যদি সে না খায় তাহা হইলে তার লাভ হইবে না।

অতএব تؤتى اكلها-তে এই বলা হইয়াছে যে, ফলত প্রস্তুত আছে এবং তোমাদের সামনে রাখা হইয়াছে কিন্তু باذن ربها অনুসারে তোমরা খোদা তায়ালার নিকট দোয়া কর যে, তোমরা যাহাতে সঠিক ব্যবহার ও করিতে পার এবং উহার ফল যাহা মানুষের পক্ষে উত্তম পরিণতি অর্থাৎ খোদা তায়ালার সাক্ষাৎ উহাও লাভ করিতে পার খোদা করুন আমাদের সকলের পক্ষে যেন এই সব কথা পূর্ণ হয়।

অনুবাদক : এ, কে. মুহিবুল্লাহ, সদরমুরুব্বী

একমাত্র যোগ্যতম শফায়াতকারী

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)

[একজন খৃষ্টান প্রশ্নকারীর জবাবে]

মিঃ রূবেন সরেন,

আশা করি ভাল আছেন। আপনি আমার কাছে কোরআনের বাংলা অনুবাদ থেকে যে কতিপয় উদ্ধৃতি পাঠিয়েছিলেন তারই এককপি আমাদের বাংলাদেশ আঞ্জুমানের ঢাকা অফিসেও প্রেরণ করেছেন। সংক্ষেপে এর উত্তর দেওয়া গেল :

আপনার কাছে ইতিপূর্বে আমাদের কিছু বই পুস্তক এবং বাইবেলের উপর ৭১টি প্রশ্ন তৎসহ আপনার অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর যথাসময়ে প্রেরণ করেছি। কিন্তু সেগুলি আপনি খোলা মন নিয়ে পড়েছেন কিনা বুঝতে পারলাম না। পূর্ব থেকে ভ্রান্ত বিশ্বাসে আক্রান্ত না হয়ে সত্যের অনুসন্ধান করলে নিশ্চয় করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালা সৎপথ প্রদর্শন করবেন।

ইসলামের শিক্ষানুযায়ী সত্যের অস্বীকারকারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী ও শফায়তকারী নাই (আনাম : ৫২)। আর কোরআনের শিক্ষানুযায়ী বর্তমান খ্রীষ্টানগণও সত্যের অস্বীকারী অবিশ্বাসী (আল-মায়েদা : ৭৪)। শফায়াতের অধিকারী একমাত্র সেই ব্যক্তি যিনি সত্যের সাক্ষী (জুখরুফ : ৮৭ আয়াত) আর এই সত্যের সাক্ষীই হলেন বিশ্ব নবী— হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। কেননা পৃথিবীতে একমাত্র তাঁকেই আল আমীন বা বিশ্বাসী এবং সাদেক বা সত্যবাদী বলা হয়েছে। অন্যত্র আছে, সেদিন 'রহমান' যাকে অনুমতি দিয়েছেন তিনি ব্যতিরেকে আর কেউ শফায়াত করতে পারবে না (তাহা : ১০)।

বাইবেলের মতে খৃষ্টানগণ এমনকি স্বয়ং যিশু পর্যন্ত আল্লাহর "রহমান" গুণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কেননা আল্লাহকে রহমান রূপে স্বীকার করে নিলে প্রায়চিত্তবাদ ধ্বংস হয়ে যায়। রহমান খোদার পরিচয় একমাত্র বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) জগতকে প্রদান করেছেন। অতএব, তিনিই একমাত্র আল্লাহর অনুমতি প্রাপ্ত শফায়াতকারী। আল্লাহতায়ালা বলছেন, যারা নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করেছে তারা যদি তোমার (মহানবীর) নিকটে আসে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে আর তুমিও যদি তাদের জন্য ক্ষমার সুপারিশ কর তা হলে নিশ্চয় আল্লাহকে ক্ষমাশীল রূপে দেখতে পাবে (সুরা নেছা : ৬৪ আয়াত) এখানে অতি স্পষ্টভাষায় পাপ-মুক্তির জন্য সুপারিশ বা দোওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে শর্ত হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। হাদীসে আছে মহানবী বলেছেন, কেয়ামতের দিন সকল মানুষ সুপারিশের জন্য আদম, নুহ, ইব্রাহীম, মুসা এমনকি সকল শেষে ইসা নবীর কাছে যাবে ; কিন্তু তাঁরা সকলেই তাঁদের অসহায়তা ও অপারগতা স্বীকার করে বলবেন, আমরা কেহই শফায়াতের যোগ্য নই। তোমরা একমাত্র শফায়াতকারী হযরত মোহাম্মদের (সাঃ) কাছে যাও। অতঃপর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর নিকট অনুমতি নিয়ে সকলের জন্য শফায়াত করবেন এবং তাঁর সুপারিশে পাপীরা দোযখের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করবে। (বোখারী, মুসলেম)

ধন্য তারা যারা এই সত্যকে বুঝতে পেরেছে। সত্যের অনুসারীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

—আল-হাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জামায়াতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৮০ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করুন।

(৩) কমপক্ষে সাত বার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহান'ল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউঁ ওয়া আলে মুহাম্মাদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র ও নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউঁ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব আল্লাহ্র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্যনির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, "হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব, প্রত্যেক জিনিষ তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইমুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি ব-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬ ৮৭)

Published & Printed by Md F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwar